॥ শ্রী হরিঃ॥

॥ স্তর-১ শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুদ্ধ উচ্চারণ মার্গ দর্শিকা ॥

(এই মার্গদর্শিকা প্রাথমিক স্তরে প্রশিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি হয়েছে)

হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম –

- হ্রস্ব অ, ই, উ, ঋ, ঌ - যদি মাত্রা বা অক্ষর হয়, তার উচ্চারণ হ্রস্ব (সময় এককাল) করুন, দীর্ঘ নয়।
- দীর্ঘ আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ - যদি মাত্রা বা অক্ষর হয়, তার উচ্চারণ দীর্ঘ (সময় দুইকাল) করুন, হ্রস্ব নয়।

অনুস্বার উচ্চারণের নিয়ম -

- **অনুস্বার** স্বর অনুসরিত একটি অক্ষর, অর্থাৎ স্বরের পরে আসে এবং যার **নাক দিয়ে** উচ্চারণ করা হয়।
- **অনুনাসিক** - এমন একটি বর্ণ যা মুখ এবং নাসিকা থেকে উচ্চারণ করা হয়।
- অনুস্বার উচ্চারণ পরবর্তী অক্ষরের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ অনুস্বার পরবর্তী বর্ণ অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

ক বর্গ

- **ক,খ,গ,ঘ,ঙ কণ্ঠ্য** বর্ণ, এগুলি কন্ঠ থেকে থেকে উচ্চারণ করা হয়।

- এই বর্গের অনুনাসিক ঙ্, **অতএব এই বর্গের** বর্ণগুলির আগের অনুস্বার **ঙ্**,করুন। যেমন – **কংকন(কঙ্কন), গংগা(গঙ্গা), সংঘ(সঙ্ঘ)**
- **'ক্ষ'** একটি যুক্তাক্ষর **(ক্+ষ =ক্ষ)**, যেখানে **'ক্'** প্রথম অক্ষর, সুতরাং **'ক্ষ '** বর্ণটির আগে অনুস্বার টিকে **'ঙ'** উচ্চারণ করা হবে। যেমন -সংক্ষিপ্ত(সঙ্ক্ষিপ্ত)

চ বর্গ

• **চ,ছ, ,জ,ঝ,ঞ তালব্য বর্ণ**, তারা তালু থেকে উচ্চারণ করা হয়।

- এই বর্গের **অনুনাসিক'ঞ'**, এই বর্গের কোনো বর্ণের আগে অনুস্বার এলে ঞ উচ্চারণ হবে। যেমন - **চচংল(চঞ্চল)**
- **'জ্ঞ'** একটি যৌগিক অক্ষর **(জ + ঞ= জ্ঞ)**, যার মধ্যে 'জ' প্রথম অক্ষর, সুতরাং অনুস্মারকের আগে **'ঞ '** হিসাবে উচ্চারণ করা হবে। যেমন - **ইদং+জ্ঞানাম্= ইদঞ্জ্ঞানম্**

ট বর্গ

- **ট,ঠ,ড,ঢ,ন মূর্ধন্য** বর্গ এই বর্গের অক্ষর **মূর্ধা** দিয়ে হয় ।
- এই বর্গের **আনুনাসিক 'ণ'** এই বর্গের কোনো বর্ণের আগে অনুস্বার এলে তার উচ্চারণ **'ণ'** করতে হবে। যেমন- **ঘংটা(ঘণ্টা), কংঠ(কণ্ঠ), পংডিত(পণ্ডিত)**

ত বর্গ

- **ত,থ,দ,ধ,ন** দন্ত্য বর্গ, এর উচ্চারণ দাঁত দিয়ে হয় ।
- এই বর্গের অনুনাসিক হল **ন**, এই বর্গের কোনো বর্ণের আগে **অনুস্বার** এলে তার উচ্চারণ ন করবেন জেমন – **পংথা(পন্থা)**
- **ত্র(ত্+র)** যুক্তাক্ষর বর্ণ হল যাতে ত বর্ণ প্রথম অক্ষর, সুতরাং **অনুস্বার** এলে তার উচ্চারণ হবে যেমন - **তংত্র(তন্ত্র)**

প বর্গ

- **প্,ফ্,ব্,ভ্, ম্ ওষ্ঠ্য বর্ণ ,** সেগুলি **ঠোঁট** থেকে উচ্চারণ করা হয়।
- এই বর্গের অনুনাসিক'ম্', সুতরাং এই বর্গের বর্ণগুলির পূর্বে আসা অনুস্বারটি ম্ উচ্চারণ করুন যেমন –**চংম্+পা(চম্পা) ইংফল(ইম্ফল), সংবল(সম্বল), দংভ(দম্ভ)**

বিশেষ বিভাগ

আমরা দেখেছি কীভাবে **'ক' থেকে 'প'** বর্গে ব্যঞ্জনের আগে অনুস্বার টির উচ্চারণ করতে হয়। এখন আসুন দেখুন কীভাবে, **'য়' থেকে 'হ'** প্রতিটি অক্ষরের পরে আসা অনুস্বার গুলি, উচ্চারণ করবেন।

উচ্চারণটি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য ঐ অক্ষরগুলি বন্ধনীগুলিতে লেখা হয়েছে।

মনে রাখবেন, বাস্তবে এই বর্ণগুলো নেই, কেবল অনুস্বার উচ্চারণের স্পষ্টতার জন্য এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য, এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পদগুলির মাঝে অনুস্বার যুক্ত বর্ণের পর আসা **'য়' থেকে 'হ'** পর্যন্ত উদাহরণ

শ্লোকটিতে অনুস্বার যুক্ত বর্ণের পরে **'য়' থেকে 'হ'** থাকলে

তখন অনুস্বারর উচ্চারণ **'সানুনাসিক' 'য়ঁ' 'লঁ' বা 'বঁ'** উচ্চারণ করা হয়।

- **য়**- সংয়ম [সং(য়ঁ)য়ম], সংয়োগিতা [সং(য়ঁ)যোগিতা], সংয়ুক্ত [সং(য়ঁ)য়ুক্ত]
- **ল** - সংলগ্ন [সং(লঁ)লগ্ন], সংলাপ - [সং(লঁ)লাপ],
- **ব** - সংবাদ [সং(বঁ)বাদ], সংবর্ধন (সং (বঁ)বর্ধন) সংবেদনা [সং(বঁ)বেদনা]
- **র** - সংরচনা [সং(বঁ) রচনা], সংরক্ষন (সং(বঁ) রক্ষন) সংরেখণ [সং(বঁ)রেখণ]
- **শ** / ষ- সংশয় [সং(বঁ)শয়], বংশ [বং(বঁ)শ], দংশ [দং(বঁ)শ], দংষ্ট্রা [দঃ(বঁ)ষ্ট্রা]), সংশ্রয় [সং(বঁ)শ্রয়]
- **স** - কংস [কং(বঁ)স], সংসার [সং(বঁ)সার], সংসর্গ [সং(বঁ)সর্গ]

- **হ** - সিংহ [সিং(বঁ)হ], সংহার [সং(বঁ)হার], সংহিতা সং(বঁ) হিতা

পদের শেষে অনুস্বারযুক্ত বর্ণের পরে 'য়' থেকে 'হ' এর উদাহরণ

পদের শেষে অনুস্বারযুক্ত বর্ণের পরে 'য়' থেকে 'হ' থাকলে অনুস্বারটির উচ্চারণ করা হয়।

- **য়** - ধর্ম্যামৃতমিদং(য়ঁ) য়থোক্তম্
- **র** - লোকামিমং (ম্) রবি:
- **ল** - তাদোত্তমবিদাং (লঁ) লোকান্
- **ব** - ধ্যানং (বঁ) বিশিষ্যতে
- **শ / ষ** - ইদং (ম্) শরীরম্
- **সি** - এবং (ম্) সতত
- **হ** - ক্ষয়ং(ম্) হিংসাম্

A

বিসর্গ উচ্চারণের নিয়ম -

নিয়ম 1: পংক্তির শেষে বিসর্গের উচ্চারণ -

স্বরবর্ণে পরেই বিসর্গ আসে। ভগবদগীতাতে,পংক্তির শেষে আসা বিসর্গ গুলি 'হ্ ' উচ্চারণ করা হয়, স্বর অনুসারে এটি **হ, হু, হে, হি** ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ -

নিমজ্জন প্রস্তুতি -

'**অ**' হলে, বিসর্গ '**হ / হা** 'হিসাবে উচ্চারিত হবে।

যেমন - সংশয়: - সংশয়হ/ সংশয়হা

'যদি' **আ** 'হয় তবে বিসর্গ' হ'-এর মতো উচ্চারণ করা হবে। যেমন - রতা: - রতাহা

'যদি' 'ই,ঈ,ঐ' হয় তবে বিসর্গকে 'হি' হিসাবে উচ্চারণ করা হবে। যেমন - মতি: - **মতিহি,**

ধর্মৈঃ - - ধর্মৈহি

'যদি' উ ',' ঊ ',' ঔ ', হয় তবে, 'বিসর্গ' হু 'হিসাবে উচ্চারিত হবে। যেমন - **কুরু: - কুরুহু,**

গৌঃ - গৌহু

, যদি 'এ' হয় 'বিসর্গ' হে 'হিসাবে উচ্চারিত হবে। যেমন -

ভূমেঃ - ভূমেহে

' ও 'হলে, বিসর্গ' হো 'হিসাবে উচ্চারিত হবে। যেমন - **মানপমানয়োঃ - মানপমানয়োহো**

নিয়ম 2: কিছু বিশিষ্ট বর্ণের পূর্বে বিসর্গ এলে -

দুটি শব্দের মাঝে যদি বিসর্গ আসে, তাহলে বিসর্গের উচ্চারণ তার পরবর্তী বর্ণ অনুসারে করা হয় -

যেমন- 'ক্' বা 'খ্' অক্ষরটি যদি বিসর্গের পরে আসে তবে উচ্চারণটি 'খ্ ' এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। মনে রাখবেন, যে উচ্চারণটি 'খ্' এর মতো, 'খ্' নয়।

যেমন- মৈত্র: করুণ এব চ - মৈত্র:(খ্) করুণ এব চ

'প্' বা 'ফ্' বর্ণটি যদি বিসর্গের পরে আসে তবে উচ্চারণ কিছুটা 'ফ্' এর মতো করতে হবে। মনে রাখবেন, উচ্চারণটি 'ফ্' নয় 'ফ্' এর মতো।

উদাহরণস্বরূপ, **ততঃ পদং তত্পরিমার্গিতব্যম্ - ততঃ(ফ্) পদং তত্পরিমার্গিতব্যম্**

' স্ ',' শ্ ,'বা' ষ্ 'বর্ণগুলি যদি বিসর্গের পরে আসে, তবে সেই বিসর্গের উচ্চারণ যথাক্রমে' 'স্' 'শ্' এবং 'ষ্ ' এর মতো উচ্চারণ করা হয়।

উদাহরণ: য়ো মদ্ভক্ত: স মে প্রিয়ঃ= য়ো মদ্ভক্তস্স মে প্রিয়ঃ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্ = ঊর্ধ্বমূলমধশ্শাখম্

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি = মনষ্ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ণি

বিশেষ নিয়ম:

যদি বিসর্গের পরে 'ক্ষ' বর্ণটি আসে তবে সেই বিসর্গের উচ্চারণটি নিয়ম 1 এর মতো হবে,

হ, হি, হু, হে।

উদাহরণ - তেজঃ ক্ষমা = তেজহ ক্ষমা

বিসর্গ সন্ধি বিধি -

সন্ধি করার সময়, ভগবদ্গীতাতে অনেক জায়গায় র্ স্ শ্ ষ্ বিসর্গের পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনগুলি বিসর্গ সন্ধির নিয়মের কারণে হয়েছে। সেগুলি খুব বিস্তারিত, তাই তাদের ব্যাখ্যা করা হবে পরবর্তী স্তরে। এখন আপনি পিডিএফ যে পরিবর্তনটি দেওয়া হয়েছে তা অনুশীলন করুন।

উদাহরণ - বুদ্ধিঃ য়ো - বুদ্ধির্য়ো, পরয়োপেতাঃ তে - পরয়োপেতাস্তে, বেদৈঃ চ - বেদৈশ্চ

এখানে জানার যে বিসর্গের পরে উপরোক্ত চরিত্রগুলির কোনও যোগ করার পরে, বিসর্গের উচ্চারণটি নিয়ম -১ র মত হ, হু, হে, হি ইত্যাদির মতো হবে।

অবগ্রহ (ऽ)

অবগ্রহ (ऽ) চিহ্ন, সন্ধি দ্বারা সৃষ্ট 'অকার (অ)' লোপ হওয়ার ইঙ্গিত দেয় । আসলে, এর কোনও নির্দিষ্ট উচ্চারণ নেই। এটি তখনই ব্যবহৃত হয় যাতে বিগ্রহের অর্থে কোনও বৈষম্য না হয় । যেমন - **প্রয়াণকালে + অপি - প্রয়াণকালেঽপি**

আঘাত উচ্চারণের নিয়ম -

• যখন একটি জায়গায় সংযুক্ত বর্ণ (দুটি ব্যঞ্জনের সংমিশ্রণ) আসে, প্রথম স্বরটিতে আঘাত দেওয়া উচিত। যেখানে আঘাত থাকতে হবে, সেখানে প্রতিটি পদের অক্ষরের উপরে একটি '||' চিহ্ন দেওয়া হয়।

যেমন ক্ষ (ক্+ ষ), ত্র (ত্+র), জ্ঞ (জ্ + ঞ), ত্য (ত্+ য়), ব্য (ব্+ য়) ইত্যাদি সংযুক্ত বর্ণ।

উদাহরণ - মব্যক্তম্= মব্+ ব্যক্ +তম্ , মে প্রিয়: = মেপ্+ রিয়:

যদি কোনও ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরের সাথে যোগ হয় তবে এটি কোনও যুক্তাক্ষর বর্ণ নয়, তাই কোনও আঘাত হবে না । উদাহরণ - 'ঋ' একটি স্বরবর্ণ, সুতরাং '**বিসৃজাম্যহম্**'-এ,' সৃ = স্+ঋ এর আগে' বি'-তে আঘাত লাগবে না। যুক্তাক্ষরের বর্ণের পূর্বের স্বরটিতে কেবল আঘাত দেওয়া হয়, ব্যঞ্জন ,অনুস্বার বা বিসর্গে নয়। উদাহরণ: '**বাসুদেবং** (**বঁ**) **ব্রজপ্রিয়ম**'-এ 'ব্র' সংযুক্ত বর্ণ হলেও, তার আগে অনুস্বার থাকাতে 'ব্র' তে, আঘাত হবে না।

সংস্কৃত ভাষায়, মুখের বিভিন্ন স্থান অক্ষরের উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ছবিতে, অক্ষরের অ্যাকসেন্ট অবস্থানগুলি দেখানো হয়েছে। নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করে, আমরা আমাদের উচ্চারণগুলি যথাসম্ভব খাঁটি করে তুলতে পারি। বৈজ্ঞানিক ও সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাটি নিম্নলিখিত চিত্র থেকে জানা যাবে

॥ ইতি ॥

গীতা পরিবারের সাহিত্য অন্যত্র ব্যবহার করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।
অনুমতির জন্য consent@learngeeta.com এ আমাদের ইমেল করুন